শক্তি। সমস্যা হল এই শক্তির উৎস কী? দ্রব্য কি শক্তির উৎস? দ্রব্যের শক্তির উৎস বাইরে থেকে আসে, না দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ শক্তি সকল পরিবর্তনের উৎস? এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

দ্রব্য সম্বন্ধে এই সব প্রশ্নের, সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন দার্শনিকের অভিমত আলোচনার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ

দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

দেকার্তের মতবাদ

দেকার্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"দ্রব্য হল তাই যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না।" এই সংজ্ঞার অর্থ হল—যা স্বনির্ভর তাই হল দ্রব্য।

বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তা হবে এক, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, স্বয়ম্ভূ, অসীম, স্বপ্রকাশ, নিরপেক্ষ। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একটিই হতে পারে, তা হল—ঈশ্বর। তাহলে প্রশ্ন জাগে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চেয়ার, টেবিল ও মন এগুলি কি দ্রব্য নয়? দেকার্ত বলেন এগুলিও দ্রব্য। তবে এগুলি পরনির্ভর, সাপেক্ষ দ্রব্য, এগুলি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। তাই তিনি দ্রব্যের অন্য একটি সংজ্ঞা দিলেন এইভাবে—যা গুণের আধার তাই হল দ্রব্য।

গুণের আধার হিসেবে দ্রব্য দুইপ্রকার। মন ও জড়। মন হল বিস্তৃতিহীন চেতনা এবং জড় হল চেতনাহীন বিস্তৃতি। তাই দেকার্তের মতে নিরপেক্ষ দ্রব্য একটি—তা হল ঈশ্বর। সাপেক্ষ পরনির্ভর দ্রব্য দুটি—তা হল মন ও জড়দ্রব্য।

সমালোচনা

দেকার্তের প্রথম সংজ্ঞা ও দ্বিতীয় সংজ্ঞা স্ববিরোধী। দেহ ও মনের ধারণা স্ববিরোধী। তাই দেকার্তের মতবাদ স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

স্পিনোজার মতবাদ

দেকার্তের মতবাদের অসংগতি দূরীকরণের জন্য স্পিনোজা দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায় তাই হল দ্রব্য।" এককথায় স্পিনোজার মতে যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য তাই হল দ্রব্য।

বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তা হবে এক, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, অপরিণামী, স্বাধীন—এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একমাত্র ঈশ্বর হতে পারেন। এই ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা ও জগতের অন্তস্থিত কারণস্বরূপ। তাই ঈশ্বর = জগৎ। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ।

সমালোচনা

দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ—স্পিনোজার এই সমীকরণ প্রমাণ করে জড় ও জীব অভিন্ন, যা ঠিক নয়। তিনি গতি, ক্রিয়া ও সান্ত বস্তুকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ বিরোধী কথা বলেছেন।

লাইবনিজের মতবাদ

দেকার্ত ও স্পিনোজার দ্রব্যতত্ত্বের অসংগতি দূর করার জন্য লাইবনিজ দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা আত্মসক্রিয়, যা নিরংশ, যা বিস্তৃতিহীন, যা মৌলিক তাকে বলা হয় দ্রব্য বা মনাড।"

বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

লাইবনিজের মতে জগতের মৌলিক উপাদান দ্রব্য। দ্রব্য মৌলিক বলে অবিভাজ্য, অবিভাজ্য বলে জড় নয়, জড় নয় বলে মনস্বরূপ চেতন। চেতন বলে আত্মসক্রিয় আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গবাক্ষহীন। এই জন্য লাইবনিজ দ্রব্যের নাম দিয়েছেন মনাড। এই মনাড বহু, ঈশ্বর সর্বোচ্চ মনাড। তিনি জগৎসৃষ্ট মনাড দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

সমালোচনা

লাইবনিজ জড় স্বীকার না করে সবকিছুকে চেতন বলে অবাস্তব কথা বলেছেন। তিনি গতি ও ক্রিয়াকে স্বীকার করলেও দেশ ও কালকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দ্রব্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 2 দ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলে, হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দ্রব্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লকের মতবাদ

লক দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল গুণের আধার।' লকের মতে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। যেমন—একটি কমলালেবুর রূপ, আকার, গন্ধ ইত্যাদি গুণ প্রত্যক্ষ করি। কল্পনায় যদি এই গুণগুলিকে আলাদা করি তবে গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি না। তাই গুণের আধার হিসেবে দ্রব্য স্বীকার করতে হয়। সে কারণেই লক বলেছেন—দ্রব্য হল গুণের আধার। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয় সম্বন্ধ। দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করা হয়। গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

লক জড়দ্রব্য, মন ও ঈশ্বর—এই তিনপ্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন। আকার, আয়তন, বিস্তৃতি প্রভৃতি মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্য এবং ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মুখ্য গুণের আধার হিসেবে মন এবং সর্বজ্ঞতা, অসীমতা, নিত্যতা গুণের আধার হিসেবে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

বার্কলের মতবাদ

ভাববাদী বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা।' বার্কলে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন না। তিনি প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে জীবাত্মা বা মন এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর স্বীকার করেন।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই, যেমন অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

বার্কলে মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় হল ধারণা। তাই ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা হিসেবে, মন স্বীকার করতে হবে। সাক্ষাৎ আত্মচেতনার মাধ্যমে মন বা আত্মাকে জানা যায়।

বার্কলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। তাই ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বার্কলে ঈশ্বর স্বীকার করেন।

হিউমের মতবাদ

হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—'দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি।' এর অর্থ গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত গুণের আধাররূপে নিত্যদ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

হিউম জড়দ্রব্যকে স্বীকার করেন না। হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। গুণের অতিরিক্ত জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। গুণগুলিকে অনুষঙ্গ নিয়মের সাহায্যে একত্রিত করে নামকরণ করি, চেয়ার, টেবিল বলি।

হিউম মন স্বীকার করেন না। হিউম বলেন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন বা আত্মার কোনো প্রত্যক্ষ হয় না। মানসিক অবস্থার স্বরূপই হল আত্মা বা মন।

হিউম ঈশ্বর স্বীকার করেন না। হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই হিউম কোনো দ্রব্য স্বীকার করেন না।

মূল্যায়ন: সুতরাং লক, বার্কলে, হিউম দ্রব্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা পরিণতি লাভ করেছে হিউমের সংশয়বাদে।

প্রশ্ন 3 দ্রব্য সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ ও সাধারণ ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ ও সাধারণ ধারণা

সাধারণ মানুষের অভিমতকে ভিত্তি করে দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়। দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষ দ্রব্য সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন তাকে বলা হয় দ্রব্য সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ। দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণাগুলি হল—

[1] দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান। [2] দ্রব্য হল গুণের আধার। [3] দ্রব্য হল গতি ও ক্রিয়ার উৎস। [4] দ্রব্য হল অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা। [5] দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা। এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করা যাক—

[1] **দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান:** একটি বাড়ি তৈরি হয় ইট দিয়ে। তাই ইট হল দ্রব্য। আবার সাধারণ মানুষ মনে করেন এই জগৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পাহাড়—এরকম অসংখ্য নিরপেক্ষ দ্রব্য দিয়ে তৈরি। সুতরাং দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান কারণ।

[2] **দ্রব্য হল গুণের আধার:** দ্রব্য তার গুণের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ধরা যাক আমি একটি কমলালেবু প্রত্যক্ষ করছি। কমলালেবুকে আমরা দ্রব্য বলি। চোখ দিয়ে আমরা কমলালেবুর রং ও আকার প্রত্যক্ষ করি। নাসিকা দিয়ে গন্ধ, জিহবা দিয়ে মিষ্টি স্বাদ প্রত্যক্ষ করছি। এইভাবে আমি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পেলাম তাকে বলা হয় গুণ। সুতরাং রূপ, আকার, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের গুণ। এই গুণগুলি একসঙ্গে কমলালেবুর মধ্যে ছিল। এই গুণগুলির আধার কমলালেবুকে আমরা দ্রব্য বলি। সুতরাং, দ্রব্য হল গুণের আধার।

[3] **দ্রব্য হল গতি ও ক্রিয়ার উৎস:** আমি কলম দিয়ে লিখছি। এই লেখা ক্রিয়ার উৎস হল কলম। আবার বলটি গতিশীল। এই গতির উৎস হল বল। সুতরাং আমি গতি ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। এই গতি ও ক্রিয়ার উৎস কলম ও বল হল দ্রব্য।

[4] **দ্রব্য অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা:** প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দ্রব্যগুলি পরিবর্তনশীল। যেমন কমলালেবু ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে, সবুজ থেকে কমলা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের অন্তরালে এমন এক সত্তা নিশ্চয় আছে যার কোনো পরিবর্তন নেই। সেই অপরিবর্তনশীল স্থায়ী সত্তা হল দ্রব্য।

[5] **দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা:** প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দ্রব্যগুলি পরনির্ভরশীল ও সাপেক্ষ। যেমন—বইটি টেবিলের উপর আছে, টেবিলটি মাটির উপর আছে—এইভাবে পরনির্ভরশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে ও অনবস্থা দোষ পরিহার করতে হলে এক স্বনির্ভর সত্তা স্বীকার করতে হবে। এই স্বনির্ভর সত্তা হল দ্রব্য। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে স্বনির্ভর দ্রব্য বলে থাকেন, বাকি সব পরনির্ভর দ্রব্য।

সুতরাং, লৌকিক মতে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়—যা সৃষ্ট বস্তুর উপাদান, যা গুণের আধার, যা গতি ও শক্তির উৎস, যা অপরিবর্তনীয় সত্তা, যা স্বনির্ভর তাই হল দ্রব্য।

মূল্যায়ন: দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এই ধারণাগুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দার্শনিক তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন 4 দ্রব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, অ্যারিস্টট্‌ল দ্রব্যের সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন? তিনি 'দ্রব্য' শব্দটি কতপ্রকার অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করো। 2+8

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদ

অ্যারিস্টট্‌লের দ্রব্যতত্ত্ব প্লেটোর মতবাদের বিরোধী। প্লেটোর মতে বিশুদ্ধ সামান্য হল দ্রব্য, বিশেষ মিথ্যা। যেমন—রাম, শ্যাম বিশেষ মানুষ দ্রব্য নয়, মিথ্যা। কিন্তু মনুষ্যত্ব সামান্য হল দ্রব্য। এই দ্রব্য অতীন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে।

অ্যারিস্টট্‌ল দ্রব্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, সামান্য বিশিষ্ট বিশেষ হল দ্রব্য। যেমন মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষই হল দ্রব্য। অ্যারিস্টট্‌লের মতে সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য। মনুষ্যত্ব সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম। তাই বিশেষ মানুষ রাম, শ্যাম ছাড়া মনুষ্যত্ব ধর্ম থাকতে পারে না। আবার মনুষ্যত্ব ছাড়া রাম-শ্যামকে মানুষ বলা যাবে না। তাই তিনি বলেছেন মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষই দ্রব্য। এই দ্রব্য বাস্তব, কোনো অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে না।

অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর 'আদি দর্শন' ('Metaphysics') গ্রন্থে দ্রব্য শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহার করেছেন তা হল—

[1] **দ্রব্য হল মূর্ত ব্যক্তি ও মূর্ত বস্তু:** রাম, শ্যাম, সূর্য ইত্যাদি। রাম বিশেষ মানুষ, মূর্ত ব্যক্তি। তাই রাম হল দ্রব্য।